ARCHIVE এবং
MAY 2014

মে ১, ২০১৪

আজ যদি আপনার বাড়িতে কাজের লোকটিকে ছুটি না দিয়ে থাকেন, তাহলে দয়া করে মে দিবসের অভিনন্দন জানানোর ন্যাকামি করবেন না।

অদ্ভুত ব্যাপারটা হল 'খুদার কসম জান' লিখে google দাদা কে শুধলে যে কটা উত্তর আসে তাদের বেশিরভাগের পাশে 'from the movie jatiswar' লেখা থাকে...।

মে ১, ২০১৪

আমার মা ওপার বাংলার মানুষ। মা-বাবা-দাদা-দিদিদের ছেড়ে এপারে চলে আসে একাত্তরের যুদ্ধের সময়। আর আমার ঠাকুরদা চলে আসেন দেশভাগের সময়। বাবার জন্ম এখানেই। আমার ঠাকুরদা কোনদিন দেশভাগ মেনে নিতে পারেননি, যতদিন বেঁচে ছিলেন। বলতেন, ‘ভিটে-মাটি ছাইড়া চইল্যা আইতে হল, নিজের জমিজমা, পুক্কুরখান দ্যাখতে গেলে এহন পাসপোর্ট লাগে। বঙ্গভঙ্গ সেই কইরাই ছাড়ল হালারা।’ দেশ ভেঙে দু-টুকরো হল।

আমার মায়ের ছোটবেলা কেটেছে ওপার বাংলায়। অনেক কষ্ট সহ্য করে পালিয়ে আসতে হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাই মায়ের কাছে অনেক কিছু, বুঝতে পারি। অধিকারের লড়াই, স্বরাজের লড়াই। কিন্তু... দেশ তো ভেঙে টুকরোই হল, আবার। হলই বা দেশটার নাম পাকিস্তান।

গোর্খাল্যাণ্ড, তেলেঙ্গানা, কোনটা বিচ্ছিন্নতাবাদীতা আর কোনটাই বা স্বাধীনতার লড়াই, কে ঠিক করে দেবে?আপনি? আমি? মহাকাল?

...বড্ড গুলিয়ে যায় আজকাল। আপনি নিঃসংশয় তো?

মে ৩, ২০১৪

জোর খবর, জোর খবর, জোর খবর!
দূরদর্শনের এক সাক্ষাৎকারে পক্ককেশ প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বিরোধী দলের অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর বোনের সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমায় যদি ও দশটা বেশি গালাগালও দেয়, তারপরও ও আমার কাছেই মেয়েই থাকবে আর মেয়ে হিসাবে ও যা-ই করুক না কেন, আমি ওর ওপর রাগ করব না!'

তীব্র প্রতিবাদ করেছেন সেই বোন।
প্রতিবাদ করেছেন সেই পক্ককেশ রাজনীতিবিদও, অভিযোগ করেছেন সাক্ষাৎকার বিকৃতিরও।
ঠিকই, প্রতিবাদ করাটাই তো স্বাভাবিক এই দেশে। হয়তো পুরোটাই ভুল, সাজানো।
রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা,
এমন কেন সত্যি হয় না আহা...!

মে ৪, ২০১৪

নাকউঁচু, পুরস্কার আকাঙ্ক্ষী লোকটা বাড়িতে নাকি চা তেলেভাজা খাওয়ার বদলে মোজার্টের বাজনা শোনে, রাতে নাকি ঘুমুতে যায় এক দিস্তা মিউজিক পেপার নিয়ে, এ আবার বাঙালী হল কোথা থেকে ? সাহেবদের জন্য 'বই' বানায় ওরাই পুরস্কার দেয়,আমার আপনার কি এলো গেল মশাই ? কাল নাকি আবার জন্মদিন ছিল বলে লোকে ওঁর বাড়ি বয়ে মালা দিতে গেছল, যত্তসব আদিখ্যেতা, কিরকম লোক বল দিকি ?একটাও ছবিতে কোন 'মেসেজ' দেওয়ার চেষ্টা করে না ? একবার বলে না 'আয় দেখ কেমন মহাপুরুষ হয়িচি' ... ধুস এরচে সৃজিতের মামলেট থুড়ি হেমলক সোসাইটি ভালো।

মাফ করবেন গুরুদেব... বোঝেনই তো সার আজকাল একটু গিমিক ছাড়া বাজার চলে না। এঁড়ে অ্যাডমিনs

মে ৫, ২০১৪

'পলিটিক্স একটা জ্যান্ত জিনিস।'
ভূপতির চোখগুলো ঝকমক করে উঠেছিল কথাগুলো বলার সময়।
আমরা তিন বন্ধু কলেজ থেকে বেরিয়ে হাঁটছি গড়িয়াহাটের দিকে। দুজন মিলে তর্ক শুরু হয়। বিষয়? অবশ্যই রাজনীতি। অমুকের স্ক্যাম, তমুকের ৩৪ বছর, কাকে প্রার্থী করা উচিৎ হয়েছে কিনা, এর ছবি, তার বই... পয়েন্টের কোন অভাব নেই। গলা চড়তে থাকে, আশেপাশের লোকজন মুখ ফিরিয়ে তাকায়। আরেক বন্ধু ক্রমশ বিরক্ত হয়, 'ধুর, বাদ দে তো এ সব কথা।' আমরা পাত্তা দিই না। সে ফুটপাথের দোকানগুলোর দিকে চোখ রেখে হাঁটতে থাকে, মাঝে মধ্যে দু-একটা ফোড়ন কাটে। অনেকটা রাস্তা কখন পার হয়ে যায় বোঝা যায় না।
ভিড় ঠেলে, মজা করতে করতে, ঝগড়া করতে করতে হেঁটে যাই আমরা তিন প্রথম ভোটার।কে জানে, আমাদের চোখগুলোও হয়তো তখন ভূপতির মত ঝকমক করছিল, উৎসাহে, তারুণ্যে।

মে ৬, ২০১৪

শুকতারার প্রথম পাতায় বাঁটুল যতই বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুক হাঁদা ভোঁদার মজায় সাড়ে সতেরো ইঞ্চি মাসল বাগিয়েও ভাগ বসাতে পারবে না, মজা, দুষ্টুমি, বিটলেপনা, ভূত, গুন্ডা, পিশেমশাই সব কিছু নিয়ে এক্কেরে জমজমাট। অনোম্যাটোপিয়া অনেকদিন ধরেই কমিক্সের দোসর, তবে সেটার সবচেয়ে ভাল আর মজাদার প্রয়োগ নিঃসন্দেহে নারায়ণ দেবনাথ করেছিলেন। সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা কমিক্সের এক নতুন ধারা। কেউ কেউ (পড়ুন অনেকেই) বলেন সেই মজা নাকি দেবনাথের কমিক্সে এখনো অটুট... কিন্তু মাফ করবেন সার আমাদের যে কিছুতেই আর হাসি পাচ্ছে না...।

মে ৬, ২০১৪

কি মানে ঠিক কি করতে চাইছি আমরা? পেজে দুটো সুড়সুড়ি লেখা লিখে? চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইছি লোকজনদের '’দেখুন আপনি যা জানতেন তা ঠিক নয় আমরা প্রফেট হয়েছি আমাদের কথা শুনুন’ নাকি দলবেঁধে চতুষ্কোণ ফক্কড়ি এটা? মন খুলে গাল পাড়ুন, সাধুবাদ জানাতে হলে জানান প্রাণ খুলে, শুধু একটা অনুরোধ আমাদের পোস্টের sarcastic ছোঁয়া না বুঝে কমেন্টগুলো আর করবেন না...।

বিবেক দর্শনের পর যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন আশা করি ‘রাজনৈতিক’ পোস্টাপুষ্টির (আমাদের রাজনৈতিক পোস্টগুলো সাংঘাতিক পুষ্ট) সময় তারা আবার ফিরবেন।

মে ৮, ২০১৪

সন্ধ্যে ছটা

টিভিতে দিদি নাম্বার ওয়ান চলছে, হাঁ করে গিলছে মা আর জেঠিমা।

বললাম, কি যে দেখো এসব আবোল-তাবোল?

উত্তর, 'কি করবো বল, সময়টা কাটাই।'

রাত আটটা

'সামনের বুধবার পূর্ণিমা আছে বুঝলে?' ঠাম্মির গলা।

'সারাদিন পঞ্জিকা পড়ে যে কি আনন্দ পাও তুমি?' মা বললো।

'একটা কিছু নিয়ে তো সময় কাটাতে হবে বৌমা।'

রাত এগারোটা

'সারাটাদিন কম্পিউটারের সামনে কি করিস তুই? তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বি।'

বড্ড ইচ্ছে হল বলি,...

নাঃ থাক।

কিছু কিছু বকুনি বড় মিঠে।

মে ৮, ২০১৪

অনেক সুমন হল এইবার ভাবছি গৌর খ্যাপাকে ধরি, ওনার কথায় নাকি কোন 'band' ওনার গান ঠিক গাইতে পারলে উনি আবার 'pant' পরতেন ... যা হোক সে তো আর হবার নয়... তা ওনাকে নিয়ে কি গপ্পো ফাঁদা যায় বলুন তো blogএ ?

ঘুম থেকে উঠে চব্বিশে বৈশাখের সকালে এক বং এর উপলব্ধিঃ
১। এই বৈশাখী গরমে ট্রাফিক সিগনালে বেজে চলা ‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে’ গানটার গুরুত্ব কতটা?
২। পঁচিশের সকাল এ শেষ নির্বাচনী প্রচারে আসা মাননীয় মন্ত্রীটির Slog over এ ছক্কা মারার সুযোগ, রবিন্দ্রানাথ আউড়ে, নিজের ঢাকটা পিটিয়ে নেওয়া। আসলে এমনিতেই তো ফুল, মালা দিয়ে দু চার লাইন বলতে হতো, ভোটের বাজারে এক ঢিলে দুই পাখি আর কি। কোন এক অজানা স্থানে, লোক চক্ষুর আড়ালে, সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে...‘হাসেন অন্তর্যামী’...
ভাল থাকবেন গুরুদেব।

মে ৮, ২০১৪

'সবাই দেখছে যে রাজা উলঙ্গ'

বেলজিয়ামের ব্যস্ত রাস্তায় প্রায় অর্ধনগ্ন হয়ে হাঁটছেন এক যুবতী। সবাই দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কেউ খেয়াল করছে না, ফিরে তাকাচ্ছে না, ছিছিক্কার করছে না।

কেন বলুন তো? ওখানে বাল ঠাকরের দলবল নেই বলে? নাকি টিনটিনের দেশটা এক লাফে এগিয়ে গেছে একশো বছর?

নাঃ, কারণ যুবতীটির পরণে 'আঁকা' রয়েছে জিন্স, যাকে আমরা বডি পেন্টিং বলি। এমন নিখুঁতভাবে যে ধরার উপায় নেই প্রায়।তাই মেয়েটা হেঁটে যায় নির্ভয়ে, নিরুপদ্রবে।

নগ্নতার বাস কোথায়? শরীরে নাকি চোখে?

মে ৯, ২০১৪

আজ্ঞে না। আমরা বিশ্ব কবির কোন ছবি বা ওনার কোন গান, বা কবিতা আজ post করে দিনটা পালন করব না। সেই ২০০৯ থেকে প্রত্যেক ২৫শে বৈশাখে সেটাই সবাই করে আসছি। এবার কিছু পরিবর্তন দরকার (পরিবর্তন কবির সঙ্গী ২০১১ থেকে)।

বলছিলুম যে প্রেমে পড়ে ভালবেসে "ভালবেসে সখি..." গেয়ে, "আমার পরান যাহা চায়" শুনিয়ে অনেক তো "বিরহের বেলা... কাটালেন"। ৮ থেকে ৮০ রবিন্দ্রানাথ(?) বলতে শুধু বর্ষা ও প্রেম পর্যায়ের কিছু গান ও কবিতা বুঝছে। এই ২৫শে বৈশাখ থেকে শুরু করুন, জানার চেষ্টা করুন রবিন্দ্রানাথ কে। চিনুন রক্তকরবীর রবিন্দ্রানাথ কে, মৃত্যুর সঙ্গে সহবাস করা রবিন্দ্রানাথকে(?)। "সভ্যতার সংকট" পড়ে নিজের মনটাকে ভাবিয়ে তুলুন। চোখ খুলে দেখুন সেই কবিকে, যাকে নিজের বই বিক্রি করে এক সময় জমিদারি চালাতে হয়েছিল।
ছবি, কবিতা, গান post করাটা না হয় পরের বছর আর একটু শিক্ষিত হয়েই করলাম।

মে ৯, ২০১৪

যাই বলো গুরু, রবিদাদু জন্মেছিলেন কিন্তু হেবি হিসেব করে। ছাব্বিশে জানুয়ারী, দোল মায় জন্মাষ্টমী অবধি এবার রোববার। দাদু কিন্তু এক্কেবারে শুক্কুরবার। শনি রবি ছুটি আর সোমবার কলকেতাবাসীর ভোট, আর পায় কে? গণতন্ত্র রক্ষার বিশেষ তাগিদ না থাকলে ডাইরেক্ট মন্দারমণি বা তাজপুর। আর যদি বাড়িতেই ল্যাদ খাই, সকালে মাংসের দোকানে লাইন। বিকেলবেলা একটু হে নুতন, আর রাতে একটু ঢুকুঢুকু। দিনটা কি জম্পেশ গেল বলুন তো? সাধে কি তোমায় গুরুদেব বলি দাদু।

'তোমার ছুটি কে যে জোগায় জানি নে তার রীত,
আমার ছুটি জোগাও তুমি, ওইখানে মোর জিত!'

(বিঃ দ্রঃ, যারা আগের পোস্টে 'রবিন্দ্রানাথ' লিখেছিলুম বলে গাল পেড়েছিলেন এবং এটা পড়ে আরো বেশী গাল পাড়বেন, তারা রাত্রিবেলা একটু বেশী করে ভাত খান।)

মে ১০, ২০১৪

এই নশ্বর জগতে সবচেয়ে সহজলভ্য ও ঝামেলাবিহীন গিনিপিগ হল ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষাব্যবস্থার (পড়ুন সাইকলজি) আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যথেচ্ছ এক্সপেরিমেন্ট চালান তাদের ওপর, তারা কিচ্ছুটি বলবে না। এই হাতে-কলমে শিক্ষায় সমস্ত শাসককূলেরই প্রবল আগ্রহ।

অতএব নোট করে নাও, কাল থেকে ইংরিজি বন্ধ (যে আজ্ঞা খোদাবন্দ)! পরশু থেকে আবার শুরু করা হোক, তাতে কি আর এল গেল? পরের বছর শিক্ষাবর্ষ এগোবে, জানুয়ারীতে শুরু। সাকসেস হল না এক্সপেরিমেন্ট? তবে আবার পিছোও। এইবার আসবে চাপ কমাতে ইউনিট টেস্ট, 'ধূলারে মারি করিয়া দিল কাদা?' তবে আবার ক্যানসেল। কাল বলব অ্যাডিশনাল ক্যানসেল, পরশু পাশ-ফেল ক্যানসেল, তরশু মাধ্যমিক ক্যানসেল। কেউ কিচ্ছুটি রা কাড়বে না।

ছিল কিশলয়, হয়ে গেল পাতাবাহার। নেহাত দাড়িবুড়ো লিখে গেছিলেন বলে সহজ পাঠটা বাদ দেওয়া যাচ্ছেনা। না হলে ৩৪ বছরের যা কিছু দৃষ্টিকটু, সব মুছে ফেলতে

আমরা যথেষ্ট পটু। আগে ফাইভে এ বি সি ডি শেখানো হত, এখন ক্লাস টুয়ের শব্দার্থ করতে ইংলিশে এম এ-র ও কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। চালু হয়েছে composite learning. একই বইতে ইতিহাস ভূগোল, বিজ্ঞান। কিন্তু পড়াবো কিভাবে? সে আপনাদের ব্যাপার। বিদেশ থেকে টুকে চালু তো করে দিলাম, এবার সামলান। পরে প্রবলেম হলে শুধরে দেওয়া যাবে।

মাঝে কয়েকটা প্রজন্মের ভবিষ্যত জলাঞ্জলি হয়ে যাবে তো যাক, কি করার আছে। ভালো কাজ করতে গেলে... ৩৪ বছরে এমন তো কতই...

কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা, নো সাড়াশব্দ, নো কিচ্ছু। সাড়াশব্দ করেও যদি কিছু লাভ থাকত?

'আকাশপারে তার বাড়িটি দূর কি সবার চেয়ে?' এই লাইনের পর কোন কবির যদি সুদূর কল্পনাতেও 'সে বুঝি, মা, তোমার মতো গরীব-ঘরের মেয়ে?' লাইনটা মাথায় আসতে পারে, তিনি স্বচ্ছন্দে নোবেল পেরাইজের জন্য ফর্ম ফিলাপ করে ফেলতে পারেন।

মে ১৩, ২০১৪

নব্বই বছরের বৃদ্ধা নাতির হাত ধরে এসেছেন ভোর সাতটায়।
মা সদ্যোজাতকে বন্দুকধারী সি আর পির কোলে ধরিয়ে দেন নিশ্চিন্তে।
পাড়ার বৌদি বাড়ি থেকে দৌড়ে এনে দেন তিন বোতল ঠাণ্ডা জল, লাইনের সবার জন্য।
রফিককাকা ছাতাটা এগিয়ে ধরেন সামনের ব্যানার্জীবাবুর মাথায়।
রামকিংকর জ্যাঠা রবির মোবাইলে তুলে দেন আঙ্গুলে কালিমাখা হাস্যমুখ ছবি।
দিনমজুর রাতিয়া ওঁরাও সবাইকে অবাক করে সামনের যুবককে জিজ্ঞেস করে, 'দাদাবাবু, উ কাউকে না দিবার বুতামটো কুথায় থাকবেক?'

যদি ন্যাকামো না করে ধরে নি যে বেশির ভাগ বাঙালীরাই মাড়ওয়ারিদের বিশেষ পছন্দ-টছন্দ করেন না (ভূমিপুত্তুরদের রাগটাই দেখলি মাওড়া? যুক্তিগুলো শোন আগে!*) সেই একই রাগ দর্জে পাড়ায় গর্জে উঠলে ক্ষোভের কিছু আছে কি?

মে ১৪, ২০১৪

পাড়ার চায়ের দোকানের রেডিওটায় সুমন এর সুরে বাজছিল। মনে পড়ে গেল সেই কিছুকাল আগের স্বপ্নগুলো। কলেজ থেকে ফেরা ছেলেটা, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি পালানো বাবুটা, পাড়ার মোড়ে রাজনীতি করা বিবেক দা...সবাই আসত, আড্ডা দিতে, ভেদাভেদ সরিয়ে একই চায়ের ভিন্ন কাপে চুমুক দিতে। সাথে সুমন, নচিকেতা, শ্রীকান্তদের গলা মেলানো। দার্জিলিঙের গোর্খাদের গজরানোর সাথে চায়ের আসামি প্রজাতি দাপাদাপি বাড়িয়ে দিল। সেই চা ও নেই, সেই আড্ডা টাও গায়েব। পড়ে আছে সেই রেডিওটা। করুন সুরে গেয়ে চলে "মুন্নির বদনামি গান", সাথে "ফেভিকল" এ আটকে থাকে "বখাটেদের" "Paglu ৪২০" দল। কি ছিল,কি হল। আসলে সেই বুড়ো বৈজ্ঞানিক ঠিক বলেছিলেন, "Survival of the fittest"।

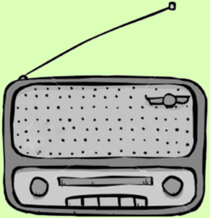

মে ১৬, ২০১৪

টাইম্‌স নাও দেখতে গিয়ে দেঁতো হাসে বাঙালী... মানে অসমের হলেও আমরা বরাবর ওদের বাংলা 'উপভাষা'বাসী ভেবে অভ্যস্ত কিনা।

মে ১৬, ২০১৪

-"ও কাকা, কে জিতল বল।"
-"আরে মামা, বেনারাস এ যে..."
-"আরে থামো তো, কে জানতে চেয়েছে আমেথি, বেনারাসের কথা, শুধু বল ওপাড়ার পুঁটেদের আচ্ছা মত টাইট দেওয়া যাবে কিনা, বড্ড বেড়েছে, একবার জিতি ভোটে, পাড়ার মাঠটায় সবার সামনে ১০ তলা তুলে দেব, এই দেখে নিয়ো।" তাইতো, ভুলেই গেছিলাম, আমরা যে বাঙালী। আমাদের দৌড় তো ওই পাড়ার মোড়ের দাদাগিরি অবধি। দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামটা না হয় জেনে নেবো, কোথা থেকে জিতল সেটাও না হয় কষ্ট করে মনে রেখে দেব (সিংজি কোথা থেকে জিতেছিলেন যেন?)। ওই অবধি থাক, পাড়ার ভালমন্দের দায়িত্ব যেন আমার হাতে থাকে। পাড়ার মা, বোনেদের Safety টাও তো দেখতে হবে। অটো, রিকসা এগুলো নিজেদের হাতে না রাখলে চলে? শুধু একটাই কথা
-- "আব কি বার, হাম হ্যাঁয় সারকার।"

মে ১৬, ২০১৪

ভোটের ফল বেরোল।

ভোটে জিতে কেউ লাড্ডু খাওয়ালেন, কেউ মায়ের কাছে এলেন, কেউ অপ্রত্যাশিতভাবে সংযত রইলেন। কিছু মানুষ নানা রঙের আবীর মাখলেন।

কেউ বা হেরে গিয়ে শির ফুলিয়ে অভিযোগ করলেন, আস্ফালন দেখালেন। কেউ মাথা নত করে নিলেন। দায় স্বীকার করে নিলেন। কেউ সান্ত্বণা খুঁজলেন, পেলেন না।

আর সব্বার অলক্ষে ভাবী প্রধানমন্ত্রীকে অনেকের আগেই অভিনন্দন জানালেন সদ্য প্রাক্তন। অভ্যাসবশেই নীরবে চলে গেলেন প্রচারের আলোর বাইরে। একা।

মেলাবেন তিনি মেলাবেন।

মে ১৭, ২০১৪

হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের MBA ডিগ্রিধারী এক MIT-tian স্টক মার্কেটের হিসাবকিতাব করে দিব্যি বগল বাজাচ্ছিলেন। হঠাৎ একদিন কাজিন নাদিয়াকে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে হাই ভোল্টেজ স্পার্ক আইডিয়া এল তার মাথায়। অনলাইনে একটা ইস্কুল খুলে ফেললে কেমন হয়? ইউটিউবে কিছু ভিডিও লেকচার আপলোড করে অভাবনীয় সাড়া। তারপর যা হয়... ঝোঁকের মাথায় দুম করে চাকরি ছাড়া। ভয়, উপদেশ, ভুরু কুঁচকানো সবকিছুকে কাঁচকলা দেখিয়ে। এবং একটি রূপকথার জন্ম। আর সেই ভার্চুয়াল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা আজ আঠারো লক্ষ। সেই স্কুলে কোন ফি লাগে না, আজও। নিশ্চয়ই ভাবছেন তাহলে চলে কিভাবে? এগিয়ে এসেছেন বিল গেটস, এগিয়ে এসেছে গুগল এই একরোখা যুবকের পাশে দাঁড়াতে। রোজ পাচ্ছেন হাজারো সম্মান, আর কোটি কোটি উপকৃত মানুষের কৃতজ্ঞতা। সেই সাহসী বাঙালীর সঙ্গে আমাদের মোলাকাতের সুযোগ হয়েছে সম্প্রতি, যাকে নিয়ে অনেকদিন আপনাদের বিরক্ত করে চলেছি আমরা। আজ্ঞে হ্যাঁ। তার নাম সলমন খান,খান অ্যাকাডেমির জনক। স্যাল খান নামে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। আমরা ঋদ্ধ।

মে ১৯, ২০১৪

লাইব্রেরীর বাংলা বইয়ের তাকটার একেবারে কোণায় উলটো করে রাখা ছিল বইটা। জীর্ণ, সেলাই খুলে গেছে। বইটার নাম 'মনোজদের অদ্ভূত বাড়ি।' তখন সবে সাড়ে সাত, টিনটিনে মজে রয়েছি। লেখকের নাম 'শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়'। ভেতরের ছবিগুলো খুব ভালো লাগলো বলে তক্ষুণি নিয়ে নিলাম। সেই শুরু। তারপর একে একে পটাশগড়ের জঙ্গলে, ঝিকড়গাছায় ঝঞ্ঝাট, পাগলা সাহেবের কবর, পাতালঘর... এই পাতলা বই। রোজ লাইব্রেরীতে যাওয়া চাই। ভালো ভূত, শান্ত পুরুতমশাই, ভীতু চোর, রগচটা তান্ত্রিক, ভুলোমনের দাদু... এরকম সব চরিত্রেরা ঘুরে বেড়াতে লাগলো আমার আশেপাশে। প্রতিবছর আনন্দমেলায় একটা করে, সব্বার আগে পড়ে ফেলতাম।

এইভাবে কৈশোর প্রায় শেষ। পুজোর সময় আর বইমেলায় বায়না করে কিনেও ফেলা হয়েছে অনেকগুলো। তখন কার কাছে যেন শুনতে পেলাম এই লেখকেরই মানবজমিন

নামে একটা বই রয়েছে, বড়দের বই। ভাবলাম, এই মানুষটা বড়দের জন্য লিখবে কিভাবে? দেবাশীষ দেবের ছবি, অদ্ভূতুড়ে সিরিজ ছাড়া ভাবা যায় নাকি? খানিকটা অবিশ্বাস নিয়েই পড়তে শুরু করলাম। তারপর?

এটুকু বলতে পারি তার আগের মানুষ আর আজকের আমি-র বিস্তর ফারাক। লোকটা যে কি লেখে ছাতার মাথা? ভেতরে সব গোলমাল হয়ে যেতে থাকে, কেউ যেন সাদা করে দিয়ে গেল চারদিক, আলো, শুদ্ধ হই ক্রমশ। দূরবীন, পারাপার, পার্থিব, ফেরীঘাট, যাও পাখি, উত্তরের ব্যালকনি, ঘন্টাধ্বনি, দেখা হবে একেকটা স্বচ্ছ আলো যেন। তার লেখা পড়ে আজও 'পৃথিবীর দিকে পাশ ফিরে শুই'। মনে হয়, পৃথিবীটা এখনও তেমন খারাপ হয়ে যায়নি তো।

মে ২০, ২০১৪

চারটে পঞ্চাশে শিয়ালদা থেকে দুটো ট্রেন ছাড়ে, কল্যাণী সীমান্ত লোকাল আর রাজধানী এক্সপ্রেস। তেমন গণ্ডগোল না থাকলে ঠিক সময়েই রওনা হয় দুটি ট্রেন, একটা এক নম্বর দিয়ে, আর রাজধানী তিন নম্বরে। রাজধানী বড় গাড়ি, অভিজাত তার চালচলন। অতগুলো কামরা নিয়ে প্রথমে সে ধীরে চলতে শুরু করে। আর সীমান্ত? তার পিছনে যেন কেউ চাবুক মেরেছে, সে দৌড়োয় রাজধানীকে টপকাবে বলে। রাজধানীর শ্লথ গতি, আর সীমান্তের দুর্বার গতিতে জমে ওঠে টক্কর। একবার রাজধানী, একবার সীমান্ত। সীমান্ত-রাজধানী...রাজধানী-সীমান্ত...সীমান্ত-রাজধানী...

কেউ কাউকে জমি ছেড়ে দেয় না। কিন্তু প্রায় প্রতিদিন উল্টোডাঙা স্টেশনে ঢোকার একটু আগে সীমান্ত তার মেদহীন শরীরে ঠিক হারিয়ে দেয় রাজধানীকে। উল্টোডাঙা স্টেশনের এক নম্বরে দাঁড়িয়ে যেন হাঁফায়, মুখে বিজয়ীর হাসি নিয়ে। ঠিক সময়ে রাজধানী তিন

নম্বর দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে যায় একরাশ ধূলো উড়িয়ে, এইবার সে তার ঘোড়া ছুটিয়েছে, হর্স-পাওয়ারের গর্ব তার চাকায়, আর কারুর হারানোর সাধ্য নেই তাকে। তারপর ধীরেসুস্থে রওনা দেয় সীমান্তও। অনেকটা পথ এখনও পেরোতে হবে। রাজধানীকে আর দেখাই যায় না, পাল্লা দেবার তো প্রশ্নই নেই। সীমান্ত চলতে থাকে নিজের নিয়মে, একবার জিতে যাওয়ার স্মৃতিকে বুকে নিয়ে।

মে ২১, ২০১৪

স্থূল বঙ্গ, দুমফটাস, আলুকাবলি, পাউরুটিতে-ঝোলাগুড়.... পেজগুলোর 'ভাঁড়ি' দুঃখু, এদের পোস্টে কেউ চোখ রাঙ্গায় না, গলা তোলে না, দাঁত বার করে না #... মোট কথা মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলো যে আজও বহাল তবিয়তে আছে সেই কথাটা এই পেজগুলোতে গেলে ভুলে যেতে হয়; তবে আমরা বোধহয় প্রফেট খেলে বেঁচে গেছি...

হাসে বটে [বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, অনুসন্ধান চলছে]
*কারণে,অকারণে সমস্ত পেজের নাম পরিবর্তিত।

মে ২২, ২০১৪

'হে গাইজ-গার্লস, লিসন? হে ম্যান, লিসন। জাস্ট ফর ওয়ান মোমেন্ট, প্লিজ, লেট মি স্পিক টু ইয়ু।' পার্ক স্ট্রীট, কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত রাস্তা। তার ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে থাকলে আপনাকে শুনতে হতেই পারে এরকম এক গলা। এক ষাটোর্ধ বৃদ্ধা হাত বাড়িয়ে ডাকছেন। শীর্ণ চেহারা, সাদা চুল, কুঁচকে যাওয়া চামড়া, পরণে ফ্রক গোছের একটা জামা। দেখেই বোঝা যায় তার মাথায় কিঞ্চিৎ ছিট আছে। তার পাল্লায় পড়ে একবার দাঁড়িয়ে পড়লেন তো আপনার চুরি-চামারি করে জমানো মিনিট পনেরো সময় অমনি বাজে খরচা হয়ে গেল। তিনি তখন আপনাকে বোঝাতেশুরু করবেন স্ট্রীট ডগস-দের দুরবস্থার ব্যাপারে, ইংরিজিতে। তাদের খাবার না পাওয়া, তাদের ঘা, রাস্তায় চাপা পড়া ইত্যাদি হাজার বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দেবেন ঝাড়া দশ মিনিট। তারপর? পয়সা চাইবেন। সাহায্য, নিজের জন্য নয়, স্ট্রীট ডগসের জন্য। আপনি দোনোমোনো করবেন, তার অনুরোধ দীর্ঘ হবে। এবার যদি আপনি দয়াপরবশ হয়ে দশটি টাকা দিয়ে দেন, তিনি দিব্যি গড ব্লেস ইয়ু বলে চলে যাবেন। আর যদি না দেন? তবে প্রথমে রাগ, তারপর ইগোয় খোঁচা দেওয়া ইত্যাদি দেখিয়ে ফুটপাথে প্রায় লোক জড়ো করে

ফেলবেন। ইনি পাগল না ধান্দাবাজ, আপনি তখন ঘোর ডিলেমায়। সব মিটিয়ে কিংবা না মিটিয়ে আপনি যখন কাজে রওনা দিচ্ছেন, হয়তো খেয়াল করবেন তিনি কোন গাড়ির ড্রাইভারকে প্রবল বেগে বকছেন সিট বেল্ট না পরার জন্য। কোন পথচারীকে জ্বলন্ত সিগারেট না নিছিয়ে ফেলার জন্য তাল ঠুকছেন, কিংবা পাকড়েছেন আপনারই মত আরেকজনকে, শুরু হয়ে গেছে বক্তৃতা...।

আজ অনেকদিন পর গেছিলাম সেই রাস্তায়। দেখলাম না সেই বুড়িকে। অন্য কোথাও জ্ঞান দিচ্ছেন? নাকি...

কেউ খবর জানেন তার?

মে ২৪, ২০১৪

বাঙালীর ঝালে ঝোলে অম্বলে, শুধুই রবি? কাজী কই? পেয়েছি অনেক কিছুই, দিইনি কিছুই। আজ আমাদের দেওয়ার পালা। রবির সাথে কাজীর মিলনে হোক জীবনেরই জয়গান।

মে ২৬, ২০১৪

বিলেতে বিয়ের নেমন্তন্নে RSVP নামে একটা প্রথা আছে। অর্থাৎ কিনা, 'তোমার নেমন্তন্ন পেলুম, আমি যাব কিংবা যাব না তোমায় জানিয়ে দিলুম' এই মর্মে উত্তর দেওয়া। কি জানি, হয়তো প্লেটের হিসেব বা বসার টেবিলের আয়োজন করতে সুবিধে করে দেওয়া। আমরা বাঙালীরা ওসবের ধার ধারি না মোটেও। নিমন্ত্রণ না রক্ষা করা আমাদের কাছে গুরুতর অপরাধ(না গেলে ওরা কি ভাববে বল তো?)। বসার টেবিলে আমাদের কোন নিয়মকানুন থাকবে না (ওমা, আমি বসাকবাবুর পাশে বসবো নাকি রঞ্জাবৌদির উল্টোদিকে, সেটাও তুমি ঠিক করে দেবে নাকি?)। পাড়াপড়শি ছাড়া আমাদের চার হাত এক হয় না, হতে পারে না। আমাদের অতিথি আসে নিয়ম না মেনেই। না আসার জন্য সে RSVP তে ফর্মাল ক্ষমা চায় না কখনও, চাইতে নেই। তার আসাটাই গৃহকর্তার পরম সৌভাগ্য। বরং কার্ডের শেষে গলবস্ত্র নিমন্ত্রণকর্তাই নিজে ক্ষমা চায়, 'পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়।' এই ভীতু জাতিটার এই ছোট ছোট সারল্যগুলো বহুযুগ বেঁচে থাক, স্বমহিমায়। বয়েই গেল কেউ আমাদের ইমপ্র্যাকটিক্যাল বললে।

মে ২৭, ২০১৪

এটাই ওর শেষ পাক। সাইকেলের ফিনিশিং পয়েন্টে নেমে ও দৌড় শুরু করে দেওয়ার অনেক পরে আমি নামবো, তারপর-- তুলসী মনে মনে চমকে উঠলো। এবার আমাকে নিজেই জিততে হবে, নিজে, নিজে, নিজে...। নারান ছুটে যাচ্ছে একটা ঘোরের মধ্যে। সেই একই রাস্তা ধরে তার ফিরে যাওয়া। আমি ফিনিশ করবই... স্পোর্টস্ম্যানশিপ... আমি ফিনিশ করবই। এইবার, এইবার যুগের যাত্রী আমি শোধ নেব। কমল বল নিয়ে উঠছে। আয়, আয় কে আসবি, আয় কমল গুহর পায়ে বল, আয় দেখি কেড়ে নে। বলটা ব্যাটের কানায় লেগে শর্ট থার্ডম্যানে ক্যাচ উঠল। সেখানে লোক নেই। কলাবতী তীরবেগে প্রায় কুড়ি মিটার দূরে দুহাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর গ্লাভসপরা একটা হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাউজ্যাট'। বাঁ হাতের গ্লাভস দিয়ে সে চোখ রগড়াল। তার মনে হল চোখের পাতা ফুলে উঠে ঢেকে দিচ্ছে তার দৃষ্টি। রঙ্গা এগিয়ে আসছে। পরপর দুটো জ্যাব শিবার মুখে পড়ল। বহুদূর থেকে ক্ষীণ কচি গলায় কে যেন বলছে, 'পাপ্পা-আ, গেট আপ!' আমি স্পোর্টসম্যান নই, আমায় জীবনটাকে খেলতে শেখান মতি নন্দী। শতকোটিবার বেঁচে ওঠার অজুহাত যুগিয়ে যান।

মে ২৯, ২০১৪

তখন আমি হাফপ্যান্ট। মামাবাড়ি যাওয়ার সময় ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখেছিলাম প্ল্যাটফর্মের ধারে লাল দেয়ালে সাদা রঙ দিয়ে বড় বড় করে লেখা- 'নেতাজী বেঁচে আছেন। নেতাজীর আবির্ভাব আসন্ন। -সন্তান দল।'

তারা কে বা কারা জানা ছিল না, মুখার্জী কমিশন বা গুমনামী বাবার নাম শুনিনি। কিন্তু অ্যানুয়াল পরীক্ষায় রচনার আগে ১৯৪৫ সালে বিমান দুর্ঘটনায় কথাটার আগে সম্ভবত শব্দটা জুড়ে দিতাম ঠিক।

বছর ঘোরে, দেয়ালে নতুন রঙের প্রলেপ পড়ে। আবার কারা যেন লিখে দিয়ে যায়, 'নেতাজী ফিরবেন।' ছোটবয়সে স্বপ্ন দেখানো কথাগুলো অজান্তেই কখন মজার খোরাক হয়ে যায়। নেতাজী ফেরেন না। অনেকদিন হল, প্ল্যাটফর্মের ধারে আর লেখাগুলো দেখি না। গোপন রোগের সমাধান, ৫০১ টাকায় বশীকরণের প্রলোভনের নীচে মুখ ঢেকেছেন নেতাজী। উৎসাহ হারিয়েছে সন্তান দলও। হারিয়েছে অনেক কিছুই। মালএশিয়ার বিমান পথ ভুল করে

ফিরে এল না আর, ফেরেননি ছন্দা, এখনও।
ধীরে ধীরে থিতু হয়ে যাবে সব, যেমন হয়। 'এভাবেও ফিরে আসা যায়' তো শুধুই চন্দ্রবিন্দুর একটা গান।

মে ৩১, ২০১৪

ছাত্রজীবনের বাহন কি?

সমাজসেবা, শৃঙ্খলাবোধ ওসব ফালতু কথা। বাহন একটাই, তার নাম সাইকেল। দক্ষিণপাড়া হোক বা উত্তরপাড়া, সুভাষ সংঘ থেকে সাইবেরিয়া, প্যাডেলের চাপে পৌঁছে যাওয়া যাবে ঠিক। দুপুরের রোদ পড়তে না পড়তেই পাঁই পাঁই পাঁই। আমারটা হারকিউলিস, শংকরের বিএসএ, জাভেদের অ্যাভন। চৌধুরীবাগানের পুকুরটার ধার দিয়ে শুরু হবে রেস। রেডি স্টেডি গো। আছাড়, টিটেনাস এসব তুচ্ছ ব্যাপার ছিল, কিঁউকি ডর কে আগে জিত হ্যায়। মেয়েদের

প্রায় একচেটিয়া সাইকেল ছিল লেডি বার্ড, তণ্বী, নীল রঙে যেন ইস্নো-পাউডার মেখে এসেছে। ছেলেদের সাইকেল হতে হবে রাফ এণ্ড টাফ, এএক্সএন ডিএক্স, রেজরব্যাক, লাইট'এন'স্পোর্টি, কোন কোন অভাগার ক্যাপ্টেন বা বাইশ ইঞ্চি। বাবুদার বাড়িতে বাংলা পড়তে ঢোকার আগে ঘ্যাঁচ করে ব্রেকটা মারতে হত, যাতে পিছনের চাকাটা

সামান্য উঠে যায়। আমাদের হায়াবুসাহীন জীবনে ওইটাই তো স্টপি, ওইটুকুই বচ্চোন। ব্যাচ শেষ হলেই আবার টই টই। আধ ঘন্টা না ঘুরে বাড়ি ঢোকাই যাবে না। চল চল হাইওয়ের দিকটায়। যাদের ইয়ে আছে তারা দেখতাম হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সাইকেলটা পাশাপাশি। বাড়িতে ঢপ, লিক ছিল। দুঃসাহসী কেউ কেউ সামনের রডে বসিয়ে নিয়েছে সাবধানে। ঘুরে গিয়েছে অচেনা রাস্তাটা। কিংবা মাঠের ধারে বটগাছটা পাশে শুইয়ে রেখেছে ঘাসের ওপর।

আমাদের ডানা গজিয়েছিল সাইকেল পেয়ে। বয়ঃসন্ধির অনেক খুচরো পাপ, অনেক শর্টকাট, রাস্তার গালাগালি শিখিয়েছিল সাইকেল। আজ শুধুই দরকারী হয়ে গেছে যন্ত্রটা। রোববার সকালে একফোঁটা শ্যাম্পু আর নারকেল তেল নিয়ে পরিষ্কার করতে বসা হয় না অনেককাল। মাডগার্ডে ট্যাপ খেলে তেমন মনখারাপ করে না আর। সবাইকেই সাইড দিয়ে দিই, কি হবে ওভারটেক করে! রাস্তাগুলো চেনা হয়ে গেছে সব। দূর থেকে কারো সাইকেলের ঘণ্টি শুনলে বুকটা তোলপাড় করে না কখনো। তুই কত বড় হয়ে গেছিস সাইকেল, বড্ড বড় হয়ে গেছিস।